কালের কণ্ঠ

তারিখ 02 JUN 2016
পৃষ্ঠা

ভুল বাড়ছে খাতা দেখায় খেসারত দিচ্ছে পরীক্ষার্থীরা

দোষীদের বেতন বন্ধ হবে : শিক্ষামন্ত্রী

শরীফুল আলম সুমন ▷

কয়েক বছর ধরে যথাসময়ে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষা শেষ হওয়ার ৬০ দিনের মধ্যেই ফল দেওয়া হয়। কিন্তু সব কিছুই যথাসময়ে করতে গিয়ে একই ভুল বারবার করছেন শিক্ষা বোর্ড ও পরীক্ষার সঙ্গে দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক-কর্মকর্তারা। তবে ভুল যাঁরই হোক না কেন, এর খেসারত দিচ্ছে শিক্ষার্থীদের। অনেক ক্ষেত্রেই কাঙ্ক্ষিত সমাধানও পাচ্ছে না তারা। এমনকি ফল ভুলের জন্য এবার বরিশাল বোর্ডের একজন শিক্ষার্থী আত্মহত্যাও করেছে। এ ছাড়া প্রতিবছরই গুরুত্বপূর্ণ দুই পাবলিক পরীক্ষায় উত্তরপত্র পুনর্নিরীক্ষার আবেদনও বাড়ছে। সে ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে অধিকাংশ শিক্ষার্থীরই ফলও পরিবর্তন হচ্ছে। এতেই বোঝা যায়, ভুল বাড়ছে।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ গতকাল বুধবার সচিবালয়ে সাংবাদিকদের বলেন, 'বরিশাল বোর্ডে ফল বিভ্রাটের ঘটনায় তদন্ত কমিটি করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অমনোযোগী ও দায়সারা কাজের জন্যই এ ভুল হয়েছে। দোষীদের

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ১

ভুল বাড়ছে খাতা দেখায়

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রথমে তাঁদের বেতন বন্ধ করা হবে। এরপর চাকরি থাকবে কি না সেটা বিবেচনা করা হবে।'

গত ১৮ ফেব্রুয়ারি ছিল এসএসসির রসায়ন পরীক্ষা। ময়মনসিংহের নান্দাইল পৌর সদরে অবস্থিত চণ্ডীপাশা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারিত ছিল 'ক' সেট প্রশ্নপত্র। কিন্তু প্রশ্ন আসে 'খ' সেটের। ৪০০ পরীক্ষার্থী 'খ' সেটে পরীক্ষা দেয়। শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা দেওয়ার পর বিষয়টি জানতে পেরে সড়ক অবরোধ করে। পরে স্থানীয় প্রশাসন বোর্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করে ব্যবস্থা নেয়। কিন্তু ফলাফলে দেখা যায়, শুধু নান্দাইল পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের ১৮ জন রসায়নে ফেল করেছে। এমনও শিক্ষার্থী আছে, যে সাত বিষয়ে জিপিএ ৫ পেয়েছে অথচ রসায়নে ফেল করেছে।

ওই বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান শিক্ষক এ কে রমিজ উদ্দিন আহম্মেদ বলেন, 'এরা সবাই নির্বাচনী পরীক্ষায়ও ভালো করেছে। তা ছাড়া ১৮ জনের কেউই অকৃতকার্য হওয়ার মতো ছাত্রী নয়।' নজরুল ইসলাম নামের এক অভিভাবক বলেন, 'তাঁর মেয়ে সাতটি বিষয়ে এ প্লাস পেয়েছে। রসায়ন বিষয়ে অকৃতকার্য হওয়ার বিষয়টি অবিশ্বাস্য। আমরা পুনর্নিরীক্ষার আবেদন করেছি। আমার মেয়ে নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে।'

ঢাকা বোর্ড কর্তৃপক্ষ বলছে, তারা আলাদাভাবে এই ৪০০ জন শিক্ষার্থীর খাতা দেখেছে। তাই খাতা দেখার ক্ষেত্রে তাদের কোনো ভুল হওয়ার কথা নয়। অথচ অভিভাবকরা বলছেন, সেট বদল হয়েছে বলে ১৮ জনের একজনও কি পাস করতে পারবে না? আসলে এই ১৮ জনের খাতা হয়তো সাধারণভাবেই দেখা হয়েছে। 'ক' সেটের প্রশ্ন দিয়েই 'খ' সেটের খাতা দেখা হয়েছে।

ঢাকা বোর্ডের এই ভুল নিয়ে আলোচনা যখন তুঙ্গে, ঠিক তখনই আবারও একই ভুল করল তারা। গত রবিবার রাজধানীর নিউ মডেল ডিগ্রি কলেজ কেন্দ্রে স্কলার্স স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থীদের উচ্চতর গণিত-১ বিষয়ের পরীক্ষা ছিল। এ প্রতিষ্ঠানের ইংরেজি ভার্সনের ৩৮ জন পরীক্ষার্থীকে দেওয়া হয় 'এ' সেট। অথচ ওই কেন্দ্রের জন্য নির্ধারিত ছিল 'বি' সেট। সাধারণত বাংলা ভার্সনে যে প্রশ্ন থাকে ইংরেজি ভার্সনে অনুবাদ করে হুবহু একই প্রশ্ন দেওয়া হয়। পরীক্ষা শেষে ধরা পড়ে বাংলা ও ইংরেজি ভার্সনে আলাদা সেটে পরীক্ষা হয়েছে। ফলে অভিভাবকরা উদ্বিগ্ন হন। কারণ এ কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের খাতা দেখা হবে 'বি' সেটে। পরে ওই কেন্দ্রসচিবকে অবরুদ্ধ করে রাখেন অভিভাবকরা। শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তাদের আলাদাভাবে খাতা দেখার আশ্বাসে সমস্যার সমাধান হয়। এর আগেও ওই কেন্দ্রেই ১২ এপ্রিল তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি পরীক্ষার দিন ইংরেজি ভার্সনের শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন দেওয়া হয় বাংলা ভার্সনের। আধাঘণ্টা পর কিছু শিক্ষার্থীকে ইংরেজি ভার্সনের প্রশ্ন দেওয়া হলেও 'ঘ' সেট পাওয়া ইংরেজি ভার্সনের শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা দিতে হয় বাংলা ভার্সনেই।

স্কলার্স স্কুল অ্যান্ড কলেজের এক ছাত্রীর অভিভাবক জেসমিন নাহার জুবিলী কালের কণ্ঠকে বলেন, 'পর পর দুটি ঘটনায় আমরা অভিভাবকরা অবাক হয়েছি। কেন্দ্রও প্রশ্ন বুঝে নেয়, আবার যাঁরা প্রশ্ন বণ্টন করেন তাঁরাও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। তাহলে এত বড় ভুল হয় কিভাবে? যদি একজন শিক্ষার্থী পরীক্ষার শুরুতেই জানতে পারে তার প্রশ্ন ওলটপালট হয়েছে, তাহলে কোনোভাবেই তার মানসিক অবস্থা ঠিক থাকে না। জানা প্রশ্নের উত্তরও ভুল হয়ে যায়। আর এখন চিন্তা করছি খাতা দেখায়ও ওলটপালট হয় কি না।'

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. মাহাবুবুর রহমান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'যে ভুলগুলো হচ্ছে ন্যূনতম দায়িত্বশীল লোক হলে তা হওয়ার কথা নয়। এ ধরনের ভুল কাঙ্ক্ষিত নয়। যেহেতু বারবার একই ভুল হচ্ছে, তাই আমাদের পক্ষ থেকে যতটুকু শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া দরকার তা এবার আমরা নেব। নিউ মডেল ডিগ্রি কলেজ কেন্দ্রে যে ৩৮ জনের প্রশ্নের সেট বদল হয়েছে তাদের খাতাগুলো আমরা আলাদাভাবে দেখব। যারা এর সঙ্গে জড়িত তাদের দায়িত্বে অবহেলার জন্যই এটা হয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে কেন্দ্র পরিদর্শকরা প্রশ্ন বুঝে নেন। কোন সেট লেখা আছে আর কোন সেট নিলেন, তা তাঁদেরই দেখার কথা। একটু চোখ বুলালেই হয়। কিন্তু সেটাও হচ্ছে না।'

এবার বরিশাল বোর্ডের অধীনে উদয়ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছিল সর্বজিৎ ঘোষ হৃদয়। ফলাফলে দেখা যায়, চার বিষয়ে জিপিএ ৫ পেলেও হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছে সে। বিষয়টি মানতে না পেরে ফল প্রকাশের দিনই সাত তলা ভবন থেকে লাফিয়ে আত্মহত্যা করে হৃদয়। বরিশাল বোর্ড কর্তৃপক্ষ তাৎক্ষণিক ফল মূল্যায়ন করে দেখে, ভুল তাদেরই। 'খ' সেটের মূল্যায়ন হয়েছে 'গ' সেট দিয়ে। হৃদয় হিন্দুধর্মেও জিপিএ ৫ পায়। তার নতুন ফল ঘোষণা করা হয়। কিন্তু এখন ছেলেকে হারিয়ে এই ফল দিয়ে কী করবেন তার মা-বাবা?

এমনকি বরিশাল বোর্ডে হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার তাৎক্ষণিক ফল মূল্যায়নে এক হাজার ৯৯৪ জনের ফল পরিবর্তন হয়। এর মধ্যে এক হাজার ১৪১ জন পাস করে ও ৭৯ জন জিপিএ ৫ পায়। এর পরও একই বিষয়ে পাঁচ হাজার ৮০৯ জন শিক্ষার্থী আবারও ফল পুনর্মূল্যায়নের জন্য আবেদন করেছে।

আন্তশিক্ষা বোর্ড সূত্রে জানা যায়, প্রতিবছরই বাড়ছে খাতা পুনর্নিরীক্ষার আবেদন। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে এবারের এসএসসি পরীক্ষার ফল পুনর্নিরীক্ষণের আবেদন জমা পড়েছে এক লাখ ৭২ হাজার ৬৫৮টি। গত বছর তা ছিল এক লাখ ২৯ হাজার ৪৩৩টি। আর ২০১৪ সালে আবেদনের সংখ্যা ছিল ৪৩ হাজার ২২৫। ২০১৪ সালের এসএসসি পরীক্ষায় সঠিকভাবে খাতা মূল্যায়ন না করার অভিযোগে ৪৭ পরীক্ষককে কালো তালিকাভুক্ত করে শাস্তি দেয় ঢাকা বোর্ড। তাঁরা আগামী পাঁচ বছর কোনো খাতা দেখার সুযোগ পাবেন না বলে জানানো হয়।

তবে এবার খাতা পুনর্নিরীক্ষার আবেদন করা শিক্ষার্থীরা আরো বিপাকে পড়ছে। প্রতিবছর পুনর্নিরীক্ষার আবেদনের ফল দেওয়ার পর ভর্তির আবেদনে তিন দিন সময় পেলেও এবার পাচ্ছে এক দিন। কারণ ৮ জুন পুনর্নিরীক্ষার ফল দেওয়া হবে আর অনলাইন ও এসএমএসে আবেদনের শেষ সময় ৯ জুন।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের কলেজ পরিদর্শক ড. আশফাকুস সালেহীন কালের কণ্ঠকে বলেন, যারা পাস করেছে কিন্তু আরো ভালো ফলের জন্য পুনর্নিরীক্ষার আবেদন করেছে তাদের জন্য তেমন কোনো সমস্যা নেই। কারণ তারা যদি এখন পাঁচটি কলেজে আবেদন করে আর পুনর্নিরীক্ষার পর যদি ফল পরিবর্তন হয় তখন ফল অনুযায়ী বাকি কলেজগুলোতে আবেদন করতে পারবে। আর কেউ যদি ফেল থেকে পাস করে, তারাও যাতে আবেদন করতে পারে সে জন্য পুনর্নিরীক্ষার ফল প্রকাশের পরও এক দিন সময় রাখা হয়েছে।